যীশুর পুনরুত্থানের ক্ষমতা

লূক লিখিত সুসমাচার ২৪ অধ্যায় ১-১২ পদ

যীশুর মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ দিন পরে জেরুশালেমের ইহূদীদের উদ্দেশে পিতর তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, ***"যীশু ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হলে তোমরা তাঁকে অধর্মীদের হাত দ্বারা ক্রুশে দিয়ে বধ করেছিলে। ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন; কারণ তাঁকে ধরে রাখতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না"*** (প্রেরিত ২:২৩-২৪)। যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ্যদর্শী জেরুশালেমের ইহূদীদেরকে এমন কথা পিতর কীভাবে বলতে পেরেছিল? যীশুর মৃত্যু ও তার পরবর্তী সময়ে পিতরের আচরণ কি পিতরকে এমন কথা কখনও বলাতে পারে?

বাইবেল আমাদের কাছে পরিষ্কার বর্ণনা দেয় যে, যীশুকে যখন রোমীয় সেন্যরা ধরতে এসেছিল, তখন ***"শিষ্যরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল"*** (মার্ক ১৪:৫০)। পিতর যদিও তার খড়্গ দ্বারা মহাযাজকের দাস মল্কের কান কেটেছিল, কিন্তু তার সেই কাজে যীশু যখন সায় দেননি, তখন সে-ও অন্য শিষ্যদের সঙ্গে পালিয়েছিল। যীশু কী করেন, তা দেখবার কৌতুহল পিতরকে যদিও মহাযাজকের বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে গেছিল, কিন্তু সেখানেও সে নির্লজ্জভাবে যীশুকে ৩বার অস্বীকার করেছিল। তাহলে, পিতর কী জেনেছিল, দেখেছিল বা বুঝেছিল যে, সেই পিতরই যীশুর মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস পরে জেরুশালেমের বুকে চীৎকার করে বলতে পেরেছিল, ***"অতএব হে ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হোক যে, যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীস্ট করেছেন"*** (প্রেরিত ২:৩৬)।

যে কথা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি, তা হল, যারা তাঁর সেই ক্রুশারোপণ ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ্যদর্শী ছিল, তাঁর শিষ্য বা গালীল থেকে আসা সেই সমস্ত স্ত্রীলোক সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, হতভম্ব হয়েছিল। তারা যে কথা কোনও মতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, তা হল, তাদের প্রভুর প্রতি কীভাবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে? তারা কি বৃথাই তাঁকে বিশ্বাস করেছিল? সততা ও উত্তমতার উপর মন্দতা কি এইভাবে জয়লাভ করবে? তাই বাইবেল বলে, ***"যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য (যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু) দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল, তারা যা যা ঘটল, তা দেখে বক্ষে করাঘাত করতে করতে ফিরে গেল। আর তাঁর পরিচিত সকলে, এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত দেখছিলেন"*** (লূক ২৩:৪৮-৪৯)।

পরে পীলাতের কাছে থেকে অনুমতি পেয়ে, অরিমাথিয়ার যোষেফ যখন যীশুর দেহকে একটি নতুন কবরে রাখলেন, তখন ***"যে স্ত্রীলোকেরা যীশুর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তারা পেছনে পেছনে গিয়ে সেই কবর, এবং কীভাবে তাঁর দেহ রাখা যায়, তা দেখলেন; পরে ফিরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করলেন"*** (লূক ২৩:৫৫-৫৬)।

শুক্রবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্রামদিন শুরু হয়ে যাওয়ায়, ***"বিশ্রামবারে তারা বিধিমতে বিশ্রাম করলেন"*** (লূক ২৪:১ক)। কিন্তু বিশ্রামবার শেষ হলে, অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন (রবিবার) খুব সকালে ***"তারা কবরের কাছে আসলেন, যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করেছিলেন, তা নিয়ে আসলেন"*** (লূক ২৪:১খ)। ৪টি সুসমাচারে, যীশুর কবরে তাদের আসবার সময় সম্বন্ধে একটু পার্থক্য দেখা যায়। ধরা যেতে পারে, অন্ধকার থাকতে থাকতে (যোহন ২০:১) তারা তাদের যাত্রা শুরু করেছিল; কিন্তু তারা যখন কবরের কাছে এসে উপস্থিত হয়, তখন ইতিমধ্যে সূর্য উদিত হয়েছিল (মার্ক ১৬:২)। ইস্রায়েলের গরম আবহাওয়ায় মৃতদেহ যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি পচে যেত, সেই কারণে এই সমস্ত স্ত্রীলোক যীশুর মৃতদেহে তাদের প্রস্তুত বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল মাখাতে এসেছে।

সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের আচরণ নিঃসন্দেহে যীশুর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ভক্তির প্রকাশ। কিন্তু একই সঙ্গে যীশুর কথাকে শতকরা একশো ভাগ উপলব্ধি ও বিশ্বাসকরণ কাজে তাদের ব্যর্থতাও প্রকাশ করে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কারণ, তাদের মনে করা উচিৎ ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থানের কথা যীশু তাদের বলেছিলেন। এখন, তাদের জায়গায় যদি আমরা হতাম, তাহলে আমরা কী করতাম? তাদের থেকে কোনও উত্তম আচরণ কি আশা করা যেত? যীশুর পুনরুত্থান যদিও ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, এমন ঘটনা; তাঁর দ্বিতীয় আগমণ এখনও আমাদের কাছে ঘটিতব্য বিষয়। কিন্তু তাঁর সেই দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধীয় ভাববাণী জানা সত্ত্বেও, আমরা কি নিজেদের প্রস্তুত রেখেছি?

মথি লিখিত সুসমাচারে, যীশুর কবর সম্বন্ধে আরও কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পরের দিন পীলাতের কাছে গিয়ে বলেছিল, *"মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিন পরে আমি উঠব। অতএব, তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর লোকদের বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন . . ."* (মথি ২৭:৬২-৬৪)। তখন পীলাত তাদের বলেছিলেন, *"তোমাদের কাছে প্রহরি-দল আছে; তোমরা গিয়ে যথাসাধ্য রক্ষা কর।"* পীলাতের এই কথামতো *"তারা গিয়ে প্রহরি-দলের সঙ্গে সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়ে কবর রক্ষা করতে লাগল"* (মথি ২৭:৬৫-৬৬)।

এখন, ধরা যেতে পারে যে, যীশুর কবর সীল করার কথা এবং সেখানে প্রহরি-দলের দ্বারা পাহাড়া দেবার কথা, এই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা জানত না। তাই, মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে যে, কবরের উদ্দেশে যাবার পথে এই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা *"পরস্পর বলাবলি করছিলেন, কবরের মুখ থেকে কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরিয়ে দেবে?"* (মার্ক ১৬:৩)।

যাইহোক, সে বিষয়ে তাদের বেশি চিন্তা করতে হয়নি। কারণ মার্ক ও লূক উভয়েই আমাদের জানায় যে, তাদের নজরে এল *"সেই বড় পাথরখানা কবর থেকে সরান হয়েছে"* (লূক ২৪:২)। কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরান দেখে, যোহনের লেখা সুসমাচারে, কেবলমাত্র মগ্দলীনী মরিয়মের প্রতিক্রিয়ার কথা লেখা হয়েছে। অন্যদিকে, পাথরখানা কীভাবে সরান হয়েছিল, তার বর্ণনা আমরা মথির লেখা সুসমাচারে পাই: *"আর দেখ, মহা-ভূমিকম্প হল; কারণ প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানি সরিয়ে দিলেন এবং তার উপর বসলেন। তাঁর ভয়ে প্রহরিরা কাঁপতে লাগল ও মরার মতো হয়ে পড়ে থাকল"* (মথি ২৮:৩-৪)।

যোহনের বর্ণনা অনুসারে, মগ্দলীনী মরিয়ম খোলা কবরের মধ্যে প্রবেশ না করে, পিতর ও যোহনকে খবর দিতে রওনা দেন। কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকেরা *"ভিতরে গিয়ে প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না"* (লূক ২৪:৩)। মগ্দলীনী মরিয়ম তার বুদ্ধিতে এর যে ব্যাখ্য পেয়েছিল, তা হল, *"লোকে কবর থেকে প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না"* (যোহন ২০:২)।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা মগ্দলীনী মরিয়মের চিন্তার ঠিক বিপরীত। আর সে কথাই অন্য স্ত্রীলোকেরা স্বর্গদূতদের কাছ থেকে শুনতে পেল, যাদের বর্ণনা করতে গিয়ে লূক লিখেছে, *"এমন সময়, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাদের কাছে দাঁড়ালেন"* (লূক ২৪:৪)। মথির লেখা সুসমাচারে **একজন স্বর্গদূতের** কথা বলা হয়েছে (মথি ২৮:২-৩, ৫); মার্কের সুসমাচারে সাদা কাপড় পরা **একজন যুবকের** কথা বলা হয়েছে (মার্ক ১৬:৫); এবং যোহনের সুসমাচারে সাদা কাপড় পরা **দুইজন স্বর্গদূত** যীশুর দেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, একজন তাঁর মাথায়, অন্যজন তাঁর পায়ের দিকে বসে থাকার কথা বলা হয়েছে (যোহন ২০:১২)। সুসমাচারগুলিতে একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা দেখে, তাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসে যেন বাধা তৈরী না হয়। পরিবর্তে, তা যেন আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। কারণ, আমরা উপলব্ধি করি যে, সুসমাচারের লেখকেরা একে অন্যের লেখাকে নকল করেনি। তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তাদের লেখনীর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিল; কিন্তু তাদের লেখনীর সমস্ত উৎসই ছিল বিশ্বাসযোগ্য। ধরা যেতে পারে, স্বর্গদূতদের দুজন একসঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলেনি; তাদের মধ্যে একজন কথা বলায় প্রতিবেদক কেবল একজনের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার, স্বর্গদূতেরা যেহেতু বিভিন্ন সময় মানুষের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(ইব্রীয় ১৩:২), সেইহেতু তাকে স্বর্গদূত বা একজন যুবক বলায় কোনও পার্থক্য নেই। আবার, তারা বসেছিল না দাঁড়িয়ে ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যে কখনও তারা বসেছিল, আবার কখনও তারা দাঁড়িয়ে ছিল।

যাইহোক, সেই স্ত্রীলোকেরা তাদের দেখে ভয় পেয়েছিল এবং সেই ভয়ের কারণেই তারা মাটিতে মুখ নিচু করেছিল (লূক ২৪:৫ক)। এখন, যীশুর মৃতদেহে সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল লাগাবার উদ্দেশে তারা যীশুর কবরে এসেছে। তাদের সেই কাজ নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বাহবা পাবার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে যীশুর কবরে তাদের উপস্থিতির কোনও মানে হয় না। কারণ তারা যীশুর কথা উপলব্ধি করতে ও বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর তাই, স্বর্গদূতেরা তাদের প্রশ্ন করেছিল, ***"মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতের অন্বেষণ করছ?"*** তারা তাদের আরও বলে যে, ***"তিনি এখানে নাই, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন"*** (লূক ২৪:৫খ)। এই কথার সঙ্গে তারা যোগ করেন যে, তাদের প্রভু গালীলে থাকবার সময় পূর্বেই তাদের জানিয়েছিলেন যে, (১) মনুষ্যপুত্রকে পাপী মানুষদের হতে তুলে দেওয়া হবে, (২) ক্রুশারোপিত হতে হবে, এবং (৩) তৃতীয় দিনে জীবিত হতে হবে (লূক ২৪:৭)।

যীশু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার তাঁর আসন্ন দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা সরাসরি বলেছিলেন (মথি ১৬:২১; ১৭:২২-২৩; ২০:১৭-১৯; মার্ক ৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩-৩৪; লূক ৯:২২, ৪৪; ১৮:৩১-৩৪)। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল সরাসরি উল্লেখ নয়, বিভিন্ন উপমা ব্যবহারের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে এদের সংখ্যা অনেক। যোনার উপমাকে ব্যবহার করে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, ***"কারণ যোনা যেমন তিন দিনরাত বড় মাছের পেটে ছিলেন, তেমনই মনুষ্যপুত্রও তিন দিনরাত পৃথিবীর গর্ভে থাকবেন"*** (মথি ১২:৪০)। আবার মন্দিরের উপমাকে ব্যবহার করে তিনি তাদের বলেছিলেন, ***"তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা উঠাব"*** (যোহন ২:১৯)। আবার, মেষপালকের উপমাকে ব্যবহার করে তিনি বলেছিলেন, ***"পিতা আমাকে এইজন্য প্রেম করেন, কারণ আমি নিজের প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি"*** (যোহন ১০:১৭)। এখন, এই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা যেহেতু সর্বদা যীশুর শিষ্যদের সান্নিধ্যে ছিল, সেইহেতু ধরা যেতে পারে যে, তারা প্রথম থেকেই যীশুর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী জানত।

কিন্তু অন্যদিকে তাদের মানসিক পরিস্থিতির কথাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। বিগত কয়েকদিনের ঘটনা তাদের হতবম্ব করেছে। পাপীদের হাতে তাদের প্রভু সমর্পিত হওয়ায়, তারাও অনেক কষ্ট ভোগ করেছে; কালভেরির পাহাড়ে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর তারা সাক্ষী, সেই দৃশ্যকে তারা কীভাবে ভুলে যাবে? এখন, সেই স্ত্রীলোকেরা সেই নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে যখন পুনরুত্থান সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুলে গিয়েছিল, তখন সেই স্বর্গদূতেরা তা স্মরণ করিয়ে দিলে পর, ***"যীশুর সেই কথাগুলি তাদের স্মরণ হল"*** (লূক ২৪:৮)।

এইভাবে, সেই সমস্ত স্ত্রীলোক যখন যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হল, তারা তাড়াতাড়ি কবর থেকে ফিরে গিয়ে ১১জন শিষ্যকে ও অন্যদের সেই খবর দিল। তাদের মুখে সেই কথা যখন শিষ্যরা শুনল, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লূক লিখেছে, ***"কিন্তু এই সকল কথা শিষ্যদের কাছে গল্পতুল্য*** *(λῆρος, idle talk, nonsense)* ***মনে হল; তারা তাদের কথায় অবিশ্বাস করল"*** (লূক ২৪:১১)। খুবই দুঃখের বিষয় যে, যীশুর শিষ্যরা পর্যন্ত যীশুর পুনরুত্থান কোনওভাবেই আশা করেনি। তারা আশা না করলেও, যীশু তাঁর কথামতো তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। নতুন নিয়ম থেকে আমরা জানি যে, পুনরুত্থিত যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর বিভিন্ন মানুষের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করেন: মগ্দলীনী মরিয়ম (যোহন ২০:১১-১৮); অন্যান্য স্ত্রীলোক (মথি ২৮:৮-১০); পিতর (লূক ২৪:৩৪); দশজন শিষ্য (যোহন ২০:১৯-২৫); ১১জন শিষ্য (যোহন ২০:২৬-২৯); গালীলীয়দের কাছে (যোহন ২১:১-২৪); একবারে ৫০০ জনকে (১ করি ১৫:৬); যাকোব ও প্রেরিতদের (১ করি ১৫:৬); তাঁর স্বর্গারোহণের সময় (প্রেরিত ১:৪-১২); দম্মেশকের পথে পৌলকে (প্রেরিত ৯:১-৬)।

তাই, যীশুর পুনরুত্থানের কথা স্ত্রীলোকদের মুখে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শুনে (আর সমস্ত যুক্তিবাদী মানুষের মতো) যদিও শিষ্যরা প্রথমে অবিশ্বাস করেছিল, কিন্তু সেই ঘটনার বাস্তব সাক্ষী হওয়ায় পর তারা তাদের যে জীবনকে বাঁচাতে পালিয়েছিল, সেই জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে যীশুর পুনরুত্থানের সুসমাচার তারা প্রচার করেছিল।

আজ, আমরাও সেই স্ত্রীলোক বা যীশুর শিষ্যদের ন্যায় মুক্ত কণ্ঠ্যে যীশুর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করি ও প্রচার করি। কারণ আমরা জানি যে, (১) আমাদের পাপের পরিবর্তে যীশু নিজেকে যে প্রায়শ্চিত্ত বলি হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন, তাতে পিতা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলেই পুত্রকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন; (২) আমাদের এমন একজন পরিত্রাতা আছেন, যিনি অনন্তকাল আমাদের জন্য মধ্যস্থতার কাজ করেন, আমাদের রক্ষা করেন, তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের পরিচালিত করেন এবং একদিন আমাদের জন্য আবার এই পৃথিবীতে আসবেন; (৩) আমাদের শরীরও অক্ষয়তায় পুনরুত্থিত হবে, না-হলে চক্ষুর পলকে রূপান্তরীকৃত হবে (১ করি ১৫:৫২)।

Philip Schaff তাঁর *History of the Christian Church* পুস্তকে এমন কথা লিখেছেন, *"প্রভু যীশু খ্রীস্টের মণ্ডলীর উৎপত্তি ও ধারাবাহিক অস্তিত্ব একমাত্র যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের দ্বারাই যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মণ্ডলী তার স্থাপকের পুনরুত্থানের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘটনা না ঘটলে মণ্ডলীর উৎপত্তি সম্ভব ছিল না, বা উৎপত্তি হলেও তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। পুনরুত্থানের অলৌকীকতা এবং খ্রীস্টধর্মের অস্তিত্ব একে অন্যের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ যে তাদের অস্তিত্ব বা বিনাশ একই সঙ্গে ঘটে। খ্রীস্ট যদি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সমস্ত অলৌকীক কাজও সত্য এবং আমাদের বিশ্বাস বৃথা নয়। যীশুর মৃত্যুর বিনিময়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ধার্মিকীকরণ ও পরিত্রাণ একমাত্র তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারাই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। যীশু যদি পুনরুত্থিত না হতেন, আমাদের পরিত্রাতা যদি মৃত পরিত্রাতা হতেন, তাহলে, খ্রীস্টধর্ম দ্বন্দ্ব ও প্রতারণার ধর্মে রূপান্তরিত হত। পৌল এই যুক্তিই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন; এবং এর শক্তি অপ্রতিরোধ্য।"*

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীস্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই
(Grace Hymnal)
৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com